

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবতের ভয়াবহতা ও এর পরিণাম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হোমায়রা আফিয়া

রোলঃ 227020468228

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবতের ভয়াবহতা ও এর পরিণাম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হোমায়রা আফিয়া

রোলঃ 227020468228

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ গীবতের ভয়াবহতা ও এর পরিণাম ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে হোমায়রা আফিয়া, আইডিঃ 227020468228 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ গীবতের ভয়াবহতা ও এর পরিণাম ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

হোমায়রা আফিয়া

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

হোমায়রা আফিয়া

আইডিঃ 227020468228

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

গীবত এক ঘৃণিত অপরাধ।.....	5
◇ গীবতের সংজ্ঞা.....	6
◇ গীবতের শ্রেণীবিভাগ.....	9
■ পোশাক পরিচ্ছদের গীবত:.....	14
■ অভ্যাস, আচার-আচরণের গীবত:.....	15
■ এবাদতে গীবত:.....	15
■ গোনাহের গীবত:.....	16
■ সরাসরি এবং অনুকরণজনিত গীবত:.....	18
■ উপহাসমূলক গীবত:.....	20
■ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত:.....	22
■ কলম দ্বারা গীবত:.....	23
■ ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র:.....	24
◇ নিন্দা ও গীবতের প্রতিবাদ করতে হবে:.....	27
গীবতকারীকে তওবা করতে হবে.....	27
◇ গীবত কেন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য?.....	28
◇ গীবতের বৈধ ক্ষেত্রসমূহ.....	30
■ দ্বীনের শক্তিবর্ধনের উদ্দেশে গীবত:.....	35
◇ হাশর ময়দানে অন্যের গীবতকারী এবং অধিকার হরণকারীদের অবস্থা.....	36
◇ গীবত যেনার চাইতে ভয়ংকর.....	37
◇ কেয়ামতে গীবতকারীর সাথে যে ব্যবহার করা হবে.....	38
◇ কবরের এক তৃতীয়াংশ আযাব গীবতের কারণে হয়।.....	39

◇ গীবত না করার উপকারিতা	40
◇ গীবতের ক্ষতিসমূহ:	41
◇ গীবতের কাফফারা:.....	43

গীবত এক ঘৃণিত অপরাধ।

আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে অকাট্যভাবে বলে দিয়েছেন: "এবং তোমাদের কেউ যেনো অপর কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে নিজের মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়া পছন্দ করবে? দেখো, তা কিন্তু তোমরা ঘৃণা করো। আল্লাহকে ভয় করো। অবশ্যি আল্লাহ অধিক অধিক তওবা কবুলকারী এবং দয়াবান।"

(সূরা হুজুরাত : ১২)

◇ গীবতের সংজ্ঞা

কারো অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষ বর্ণনা করা, যা সে শুনলে অসন্তুষ্ট হবে। শরীঅতের পরিভাষায় তাকে গীবত বলা হয়। মুখে, লেখনীতে, অঙ্গ দ্বারা বা অন্য যে কোন প্রকারে করা হোক, তা গীবত বলেই গণ্য হবে। যার দোষ বর্ণনা করা হয়েছে সে কাফের মুসলিম যাই হোক। বর্ণিত দোষ যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মাঝে থাকে তবেই তা গীবত হবে। অন্যথায় মিথ্যা অপবাদ হবে। এ সম্পর্কে কতিপয় ঘটনা সম্বলিত হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের বাণী উল্লেখ করা হচ্ছে।

গীবতের সংজ্ঞা হলোঃ "কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা শুনলে সে অপছন্দ করবে।" স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে গীবতের এ সংজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী এবং আরো অনেক হাদীস গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ঐ হাদীসে নবী করীম সা. গীবতের যে সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন তা হলো:

ذَكَرْتُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتُهُ.

"গীবত হচ্ছে এই যে, তুমি এমনভাবে তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে কথা বললে যা তার কাছে অপছন্দনীয়। প্রশ্ন করা হলো, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সত্যিই থাকে থাকে সেক্ষেত্রে আপনার মত কি? তিনি বললেন: তুমি যা বলছো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই তো তুমি তার গীবত করলে। আর তা যদি না থাকে তাহলে তো অপবাদ আরোপ করলে।"

"এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, গীবত কাকে বলে? তিনি বললেন: কারো সম্পর্কে তোমার এমন কথা বলা যা তার পছন্দ নয়। সে বললোঃ হে আল্লাহর রসূল, যদি আমার কথা সত্য হয়? তিনি জবাব দিলেনঃ তোমার কথা মিথ্যা হলে তো সেটা অপবাদ।"

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এসব বাণী থেকে প্রমাণিত হয়, কারো বিরুদ্ধে তার অনুপস্থিতিতে মিথ্যা অভিযোগ করাই অপবাদ আর তার সত্যিকার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা গীবত। এ কাজ স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে করা হোক বা ইশারা ইংগিতের মাধ্যমে করা হোক

সর্বাবস্থায় তা হারাম। অনুরূপভাবে এ কাজ ব্যক্তির জীবদ্দশায় করা হোক বা মৃত্যুর পরে করা হোক উভয় অবস্থায় তা সমানভাবে হারাম। আবু দাউদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মায়েয ইবনে মালেক আসলামীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপরাধে 'রজম' করার শাস্তি কার্যকর করার পর নবী সা. পথ চলতে চলতে শুনলেন, এক ব্যক্তি তার সংগীকে বলছে: এ লোকটার ব্যাপারটাই দেখো, আল্লাহ তার অপরাধ আড়াল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যতক্ষণ না তাকে কুকুরের মত হত্যা করা হয়েছে ততক্ষণ তার প্রবৃত্তি তার পিছু ছাড়েনি। সামনে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একটি গাধার গলিত মৃতদেহ দৃষ্টিগোচর হলো। নবী করীম সা. সেখানে থেমে গেলেন এবং ঐ দু'ব্যক্তিকে ডেকে বললেন: তোমরা দু'জন ওখানে গিয়ে গাধার ঐ গলিত মৃত দেহটা আহার করো।" তারা দু'জনে বললোঃ হে আল্লাহর রসূল, কেউ কি তা খেতে পারে? নবী সা. বললেন:

"তোমরা এইমাত্র তোমাদের ভাইয়ের সম্মান ও মর্যাদার ওপর যেভাবে আক্রমণ চালাচ্ছিলে তা গাধার এ মৃতদেহ খাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি নোংরা কাজ।"

নিচে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো:

প্রথম ঘটনা

এক বেঁটে মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে আগমন করেন। মহিলা চলে গেলে হযরত আয়েশা (রাঃ) তার বেঁটে হওয়ার দোষ বর্ণনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, আয়েশা! তুমি তো তার গীবত করলে! তিনি নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি তো তার অবাস্তব কোন দোষ বর্ণনা করিনি। অবশ্য আমি তাঁর খর্বাকৃতি হওয়ার ত্রুটি বর্ণনা করেছি। আর প্রকৃতপক্ষেই তার মাঝে এ ত্রুটি রয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর জবাবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, যদিও তুমি সত্য বলেছ, কিন্তু যখনই তুমি তার খর্বাকৃতি হওয়ার দোষ বর্ণনা করেছ, তখন এটাই গীবত হয়ে গেল। (তাস্বীহুল গাফেলীন-গীবত অধ্যায়)

দ্বিতীয় ঘটনা

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা জান, গীবত কাকে বলে? তাঁরা নিবেদন করলেন,

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, **أَخْلَأُ بِمَا يَكْرَهُ** গীবত হচ্ছে তোমার ভাইয়ের এমন দোষ বর্ণনা করা, যা সে শুনলে অসন্তুষ্ট হবে।

সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, বর্ণনাকৃত দোষ যদি সে ভাইয়ের মাঝে থাকে তা হলেও কি গীবত হবে? প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তোমরা কারো সঠিক দোষ বর্ণনা কর তবেই তা গীবত, অন্যথায় মিথ্যা অপবাদ হবে।

-(মাআলেমুত তানযীল)

একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব

উল্লিখিত ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **أَخْلَأُ** তোমার ভাই বলে ইঙ্গিত করেছেন, তোমরা যার গীবত করবে, যদিও সে তোমার সাথে কোন আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ নয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সে তোমার ভাই। এর তিনটি কারণ- প্রথমতঃ তোমার এবং তার উর্ধ্বতন পিতা হযরত আদম (আঃ), দ্বিতীয়তঃ তোমার এবং তার উর্ধ্বতন মাতা হযরত হাওয়া (আঃ); তৃতীয়তঃ তুমি এবং সে-মুসলমান। আর মুসলমান পরস্পরে ভাই। অতএব, প্রত্যেকেরই আপন ভাইয়ের গীবত হতে যথাশক্তি বেঁচে থাকা, দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করা অত্যাবশ্যিক।

তৃতীয় ঘটনা

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন- **وَالْغَيْبَةُ أَنْ تَذْكُرَ الْمَرْءَ بِمَا فِيهِ** কারো মাঝে বিদ্যমান দোষ বর্ণনাই গীবত।

সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা তো মনে করে আসছিলাম, কারো অবাস্তব দোষ বর্ণনা করা গীবত। তিনি এরশাদ করলেন, তা তো মিথ্যা অপবাদ।

◇ গীবতের শ্রেণীবিভাগ

গীবতের প্রকারভেদ গুলো হলো:

■ **মুসলমানের গীবত:** কোন মুসলমানের গীবত অকাট্য হারাম।

আল্লাহ তাআলা কোরআন করীমে এরশাদ করেন-بعضاً তোমরা একে অপরের গীবত করো না।

وَلَا يَغْتَابُ بَعْضُكُمُ ۚ

এ আয়াতে মুসলমানদেরকে পরস্পরের গীবত করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, আয়াতে সর্বনাম দ্বারা মুসলমানদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ এই হল, এক মুসলমান যেন অপর মুসলমানের গীবত না করে।

■ **যিম্মী (অমুসলিম) নাগরিকের গীবত:** যেসব কাফের ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমানদের অধীনস্থ হয়ে বসবাস করছে, তাদের গীবতও হারাম। কেননা, কাফের মুসলমানদের অধীনস্থ হয়ে গেলে তার জীবন, সম্মান ও সহায় সম্পদ মুসলমানদের জীবন, সম্মান ও সহায় সম্পদের মতই সম্মানার্থ হয়ে যায়। তাই মুসলমানের জীবন, সম্মান ও সম্পদহানি যেমন হারাম, অধীনস্থ কাফেরদের জীবন, সম্মান এবং সহায় সম্পদহানিও তেমনি হারাম।

■ **হরবী (শত্রু রাষ্ট্রে অবস্থিত) কাফেরদের গীবত:** ফেকাহ শাস্ত্রের বিধান মতে, যেসব কাফের মুসলমানদের অধীনস্থ নয়, তাদের গীবত জায়েয। কেননা, যেখানে ফাসেক-পাপাচারী মুসলমানের গীবত জায়েয, সেখানে মুসলমানদের শত্রু কাফেরদের গীবত তো আরও উত্তমরূপেই জায়েয হবে।

وَلَا يَغْتَابُ بَعْضُكُمُ ۚ

হযরত ইমাম রাযী তাফসীরে কবীরে ضُكُّمُكُمْ আয়াতের তাফসীরে লেখেন- কাফেরের গীবত জায়েয, এ দ্বারা সম্ভবতঃ হরবী কাফেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভাল জানেন।

■ **মৃতদের গীবত:** যেমন জীবিতদের গীবত হারাম, অনুরূপ মৃতদেরকে গালি দেয়া, তাদেরকে মন্দ বলা, তাদের দোষ বর্ণনা করা, গীবত করাও হারাম। যদিও তারা জীবিতাবস্থায় গোনাহে লিপ্ত থেকে নিজেদের সময় বরবাদ বিনষ্ট করুক। জীবিতদের অনুরূপ মৃতদের গীবত থেকেও

বিরত থাকতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোর তাকিদ করেছেন। এ সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

হাদীস : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশা করেন,

مَاتَ أَحَدُكُمْ فَدَعَوْهُ وَلَا تَقْعُوا فِيهِ ۖ

তাকে ছেড়ে দাও। তার গীবত করো না। তোমাদের কেউ মারা গেলে (আবু দাউদ)

হাদীস : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,

১

تَسُبُّوا الْمَوْتَى فَإِنَّهُمْ

أَفْضُوا مَا قَدَّمُوا ۖ

মৃতদেরকে গালি দিও না। কেননা, তারা নিজেদের আমলের প্রতিদানপ্রাপ্তির স্থানে পৌঁছে গেছে।

(কিতাবুত তারগীব ওয়াততারহীব)

হাদীস : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,

اَذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ ۖ

তোমরা মৃতদের সদগুণসমূহ আলোচনা কর, তাদের মন্দ আলোচনা থেকে বিরত থাক।

(আবু দাউদ)

হাদীস: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন

-لَا تَذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ

فَإِنَّهُمْ أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَأْنَعُوا وَ إِنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَحَسْبُهُمْ مَا فِيهِ ۖ

তোমরা নিজেদের মৃতদের সদগুণাবলী ব্যতীত আলোচনা করো না। কেননা, তারা জান্নাতী হলে তাদের গীবত করে তোমরা গোনাহগার হবে। আর জাহান্নামী হলে এ শাস্তিই তাদের জন্য যথেষ্ট।

(এহইয়াউল উলুম)

হাদীসসমূহের বিষয়বস্তু ছাড়াও বুদ্ধি-বিবেক বলে, মৃতদের গীবত নাজায়েয। এর কারণ চারটি। প্রথমতঃ মৃতরা জীবিতদের গীবত করতে পারে না। সুতরাং জীবিতদেরও উচিত মৃতদের গীবত না করা এবং তাদেরকে কোন কষ্ট না দেয়া।

দ্বিতীয়তঃ জীবিতরা মৃতদের দ্বারা উপকৃত হয়। জীবিতরা মৃতদেরকে দেখলে, তাদের কাছে বসলে আখেরাতের কথা স্মরণ হয়, দুনিয়া ধ্বংসশীল বলে অনুভূত হয়। অতএব, জীবিতদের কর্তব্য মৃতদের উপকার করা, তাদের সুকর্মের বিনিময় প্রদান করা। যেমন মৃতদের বাগযন্ত্র প্রতিরুদ্ধ হয়ে আছে, জীবিতদেরও নিজেদের বাগযন্ত্র তেমনি প্রতিরুদ্ধ করে রাখা উচিত। মৃতদের দোষ আলোচনা করা অনুচিত।

তৃতীয়তঃ মৃতদের গীবতে তাদের নিকটাত্মীয় স্বজনের কষ্ট হয়।

চতুর্থতঃ মৃত ব্যক্তি জাহান্নামী হলে এ শাস্তিই তার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং তার গীবত নিরর্থক আর জান্নাতী হলে তার গীবত নিষিদ্ধ। যেক্ষেত্রে মৃতের জাহান্নামী হওয়া সন্দেহপূর্ণ, সেক্ষেত্রেও শরীঅত গীবত নিষিদ্ধ করেছে।

■ **বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্কের গীবত:** বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্কের গীবত সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। আর অবুঝ ছেলেপেলে এবং আলোচিত হয়নি। তাই আল্লামা তাহতাবী (রঃ) এ বিষয়ে মৌনতা অবলম্বন করেছেন। কোন প্রকার অভিমত প্রকাশ করেননি। আবার কোন কোন ফকীহ আলেম নিঃশর্ত হারাম বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রঃ) আল্লামা ইবনে হাজার (রঃ) থেকে উদ্ধৃত করেছেন, অবুঝ ছেলেপেলে এবং পাগলের গীবতও তেমনি হারাম, যেমন প্রাপ্তবয়স্কের গীবত হারাম।

যে অল্প বয়স্ক ছেলে মোটামুটি বোধবুদ্ধিসম্পন্ন এবং যে নিজের প্রশংসায় সন্তুষ্ট ও দোষ বর্ণনায় অসন্তুষ্ট হয়, যেমন-স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন হাবা গোছের অল্প বয়স্ক ছেলে, তার গীবত দুরস্ত নয়। আর এরূপ ছেলে বা পাগলের উত্তরাধিকারী থাকলেও গীবত হারাম। কেননা, যদিও এ ছেলে এবং পাগল নির্বোধ, কিন্তু এদের গীবত করলে, দোষ বর্ণনা করলে তার উত্তরাধিকারীদের মানসিক কষ্ট হবে। হাঁ, নির্বোধ ছেলের দোষ - বর্ণনা দ্বারা যদি মানুষকে ভীতি প্রদর্শন উদ্দেশ্য হয় তা হলে তার সামনে অথবা পিছনে উভয় অবস্থায়ই জায়েয।

■ **পাগলের গীবত:** যে হাবা ছেলে বা পাগল প্রশংসায় সন্তুষ্ট বা দোষ বর্ণনায় অসন্তুষ্ট হয় না এবং তার কোন অভিভাবকও নেই, তার গীবত জায়েয, - কিন্তু কারো গীবত থেকে রসনাকে যথাসাধ্য বিরত রাখাই উত্তম।

■ **দৈহিক কাঠামোর গীবত:** কাউকে হেয় করার উদ্দেশে তার দৈহিক গীবত করা, যেমন- এরূপ বলা, অমুক স্থূলকায়, বেঁটে, তার নাক লম্বা, চোখ ছোট, ঘোর কালো, একেবারে বধির, কারো কথাই শুনতে পায় না, অন্ধ, কিছুই দেখতে পায় না, তার নাক কাটা, লম্বা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ বড়, অথবা সে বিশ্রী, এভাবে কারো দৈহিক দোষ বর্ণনা করা এবং তাকে তুচ্ছ করার উদ্দেশে হাসা প্রভৃতি গীবত; সুতরাং হারাম।

নিম্নে এ সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

একদা আল্লামা ইবনে সিরীন (রঃ) এক লোকের দোষ বর্ণনায় বলেন, সে কালো। অতঃপর বললেন, আমি মনে করি আমি তার গীবত করেছি। সুতরাং এ গোনাহ হতে তওবা করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাচ্ছি।

দ্বিতীয় ঘটনা

একদিন হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সফিয়ার বেঁটে হওয়া কি আপনার পছন্দনীয়। এতে তিনি এরশাদ করেন, আয়েশা! তুমি এমন এক কথা বললে, যা সমুদ্রের পানিতে মিলালে তা পানি বিনষ্ট করে দেবে।

-(আবু দাউদ- বাবুল গীবত)

তৃতীয় ঘটনা

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) খর্বাকৃতি হওয়ায় তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য স্ত্রীগণ হাসাহাসি করতে শুরু করলে আল্লাহ তাআলা ওহী নাযিল করলেন -

اَلَا اَنَّ بَايَئَهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرُوْا مِنْ قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ
a

نِسَاءٌ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ

কোন পুরুষকে নিয়ে হাসাহাসি স করবে না, সম্ভবতঃ পরিণামে সে হাসাহাসিকারীর চাইতে উত্তম এবং কোন মেয়েলোক অন্য মেয়েলোককে নিয়ে হাসবে না, সম্ভবতঃ পরিণামে সে হাসাহাসিকারিণীর চাইতে উত্তম।

চতুর্থ ঘটনা

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রঃ) একদিন দাওয়াতে কারো গৃহে গমন করেন। দস্তুরখানে বসে উপস্থিত লোকজন এক ব্যক্তির নাম করে বলল, অমুক আসেনি। উপস্থিতদের একজন বলল, সে স্থূলকায়, তাই আসতে দেৱী হচ্ছে। এ কথা শুনে হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রঃ) না খেয়েই উঠে চলে যান। নিজেকে নিজে বললেন, তোমার কারণে গীবত শুনতে হল। কেননা, তুমি ক্ষুধার্ত না হলে দাওয়াতে গমন এবং গীবত শুনতে হত না। এর পর তিন দিন পর্যন্ত তিনি খাদ্য গ্রহণ না করে। প্রবৃত্তিকে যথেষ্ট কষ্ট দেন।

-(তাস্বীহুল গাফেলীন)

পঞ্চম ঘটনা

একদিন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সঙ্গী সাথীদের সাথে পথ চলছিলেন। চলার পথে তাঁরা দুর্গন্ধময় একটি মরা কুকুর দেখতে পান। এ মরা কুকুরের গন্ধ তাঁর সঙ্গী সাথীদের খুবই অপছন্দ হয়। তখন হযরত ঈসা (আ) বললেন, কুকুরটির দাঁতের শুভ্রতা কেমন ভাল লাগছে, যেন অন্ধকারে ভোরের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এ কথা বলে তিনি সঙ্গীদের ইঙ্গিত করেছেন, তোমাদের উপর তাজ্জব হলাম। তোমরা কুকুরটির দোষ তো দেখতে পেলে, কিন্তু সেটির সুন্দর দিকটা দেখলে না।

ষষ্ঠ ঘটনা

হযরত নূহ (আঃ) চার চক্ষু বিশিষ্ট একটি কুকুর দেখতে পান এবং চার চোখ বিশিষ্ট হওয়াকে সেটির বিশী হওয়া ভেবে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখেন। আল্লাহর হুকুমে কুকুরটি বলে উঠে, ওহে নূহ! আপনি আমাকে তুচ্ছ ভাবছেন। আল্লাহ তাআলাই আমাকে এরূপ বানিয়েছেন। যদি আমার বানানোটাই আমার এখতিয়ারেই থাকত, তা হলে আমি কুকুরই বা হব কেন? কুকুরটির কথা শুনে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের অন্তরে ভীষণ ভয় সঞ্চারিত হয়। তিনি খুব বেশী কান্নাকাটি এবং বিলাপ করেন। এ ঘটনা থেকেই তাঁর নাম হয়ে যায় নূহ- অত্যধিক কান্নাকাটি এবং বিলাপকারী।

■ পোশাক পরিচ্ছদের গীবত:

দৈহিক গঠন আকৃতির পর দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে কারো পোশাক পরিচ্ছদের গীবত করা। যেমন এরূপ বলা, অমুক অত্যন্ত কৃপণ, 'কৃপণদের মত পোশাক পরিধান করে। অমুকে হারাম পোশাক যেমন-রেশমী কাপড় অথবা দুষ্ট বদমাশ প্রকৃতির লোকদের মত অঙ্গরাখা পরিধান করে, অথবা তার পাজামা টাখনু গিরার নীচে ঝুলে থাকে, অমুক মেয়েলোক এভাবে দোপাউ জড়িয়ে থাকে যে, তার সতর খোলা থাকে, অথবা জামা ব্লাউজ এমনভাবে পরিধান করে যে, পেট উদাম থাকে, অথবা অমুক মেয়েলোক এমনভাবে চলে যে, মানুষ তার সতর দেখতে পায়-এসবই গীবত। নিম্নে পোশাকের গীবত সম্পর্কিত একটি ঘটনা আলোচনা করা হল।

একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, অমুক মেয়েলোকের আঁচল খুবই লম্বা। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ 'করেন, আয়েশা! তুমি তো তার গীবত করলে। তোমার থুথু ফেলা আবশ্যিক। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, থুথু ফেললে আমার মুখ থেকে গোশতের একটি টুকরা বের হয়। (আততারগীব ওয়াততারহীব)

পূর্বসূরি ওলামায়ে কেরামের কেউ কেউ বলেন,

لَوْ قُلْتُ إِذَا فَلَانًا نَ تَوْبُهُ قَصِيرٌ أَوْ تَوْبَةٌ طَوِيلٌ يَكُونُ غَيِّبَةً)

বল, অমুকের কাপড় অত্যন্ত ছোট বা অত্যন্ত বড়, তা হলে এও তার গীবত করা হল।

-(তাস্বীহুল গাফেলীন: গীবত অধ্যায়)

■ বংশের গীবত:

তুচ্ছ বা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তি, অমুক বংশ অথবা অমুক শহরের লোকদের বংশধারা ভাল নয়। কেননা, তাদের বাপ-দাদা পূর্বপুরুষ হীন নীচ বংশীয় ছিল, অথবা তাদের বংশধারা অজ্ঞাত, এতেও গীবত হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,

لَيْسَ لِأَحَدٍ

فَضْلٌ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِالذِّينِ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ ۖ

"ব্যতীত কারো উপর কারো কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

অতএব, নিজের বংশ গৌরব প্রকাশ এবং অন্যের বংশের দোষ বর্ণনা, হয় তুচ্ছ সাব্যস্ত করা নিতান্ত নিকৃষ্ট স্বভাব।

-(আশফুল গুম্মাহ আন আহওয়ালিল উম্মাহঃ তাহরীমু এহতেকারিন নাস অধ্যায়)

■ অভ্যাস, আচার-আচরণের গীবত:

কারো অভ্যাস, আচার-আচরণ সম্পর্কে এরূপ বলা- সে কাপুরুষ, নিতান্ত দুর্বলচেতা, অত্যন্ত নিদ্রাকাতর, পেটুক, অকর্মা, উঠাবসায়, চালচলনে ভদ্রতা শালীনতা রক্ষা করে চলে না, কোন বিষয়ের পরিণাম সম্পর্কে ভাবে না, নিতান্ত বেওকুফ, মেয়েলোকদের পরামর্শে চলে, সে স্ত্রৈণ-স্ত্রীর অনুগমন করে চলে, অথবা মানুষদেরকে কষ্ট দেয় ইত্যাদি বলা গীবত।

■ এবাদতে গীবত:

অমুক ভালভাবে নামায আদায় করে না, তাহাজ্জুদ পড়ে না, নফল নামায পড়ে না, রমযানুল মোবারকের রোযা আদায়ে ত্রুটি করে। অথবা মাকরুহ ওয়াত্তে নামায আদায় করে- এসব বলা এবাদত সম্পর্কিত গীবত।

এ সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

এক লোক আরেক লোক সম্পর্কে বলল, আমি আল্লাহর উদ্দেশে অমুকের সাথে শত্রুতা রাখি। যাঁর সম্পর্কে এরূপ বলা হল, তিনি জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অমুক আমার গীবত করেছে এবং আমার সাথে শত্রুতা পোষণের কথা বলেছে।

আপনি তাঁকে ডাকিয়ে আমার ইনসাফ করুন। রাহমাতুল লিলআলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গীবতকারীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন অমুকের প্রতি শত্রুতা পোষণ কর? তিনি বলতে শুরু করলেন- আমি তার প্রতিবেশী। সে পাঁচ ওয়াত্ত ব্যতীত কোন নামাযই পড়ে না। রমযানের রোযা ব্যতীত কোন নফল রোযা রাখে না। ফরয যাকাত ব্যতীত কখনো সদকা দেয় না। এসব কারণে আমি তার সাথে শত্রুতা পোষণ করি। যাঁর গীবত করা হয়েছে-

তিনি উল্লিখিত অভিযোগসমূহ শুনে বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কি কোন ফরয আদায়ে ত্রুটি করি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গীবতকারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, সে ফরযসমূহ আদায়ে কোন প্রকার ত্রুটি করে না, যেহেতু সে নফল এবাদত করে না, তাই আমার অন্তর তার প্রতি খাপ্পা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাহিনী শুনে শত্রুত। পোষাকারী এবং গীবতকারীকে বললেন, উঠ! তুমি যার সাথে শত্রুতা পোষণ করছ এবং গীবত করছ, সম্ভবতঃ পরিণামে সে তোমার থেকে উত্তম। অতএব, তার গীবত করা এবং তার সাথে শত্রুতা পোষণ তোমার জন্য অসমীচীন। (এহইয়াউল উলূম: আসবাবুল গীবত অধ্যায়)

দ্বিতীয় ঘটনা

একদিন হযরত শেখ সাদী (রঃ) এমন কতিপয় লোকের গীবত করেন যারা তাহাজ্জুদের সময় ঘুমিয়ে ছিলেন। বললেন, কতই না ভাল হত, যদি এরা জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ পড়ত। একথা শুনে তাঁর আব্বা বললেন, কতই না ভাল হত যদি, তুমি ঘুমিয়ে যেতে এবং এ গীবত থেকে বেঁচে থাকতে।

■ গোনাহের গীবত:

অমুকে যেনা করেছে, গীবত করেছে, অথবা সে অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ, অন্তরে সীমাহীন শত্রুতা রাখে, অথবা সে মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত, অমুক মা-বাবাকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়, আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে, অথবা অমুক ব্যক্তি কটুভাষী, অশ্লীলভাষী, অমুক সর্বদা মদ পান করে, অধিকাংশ সময়েই চুরি করে- কারো সম্পর্কে এরূপ বলাও গীবত।

প্রথম ঘটনা

হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহর নিষেধ ভুলে গিয়ে জান্নাতে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেলেন, তখন তাঁর শরীরের রং কাল হয়ে যায় এবং তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। পৃথিবীতে পাঠিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁকে আদেশ করলেন, তুমি আমার ঘর (বায়তুল্লাহ) বানিয়ে তার তওয়াফ কর, তা হলে আমি তোমার নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার অপরাধ ক্ষমা করব এবং তোমার তওবা কবুল করব। হযরত আদম আলাইহিস সালামের কাবা শরীফ বানানো শেষ হলে হযরত জিবরাঈল (আঃ) জান্নাত থেকে হাজারে আসওয়াদ এনে উপস্থিত করেন। তখন এর রং অত্যন্ত সাদা ছিল এবং সেটির আলো বহু দূর দূরান্ত পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হত।

পাথরটির উপর হযরত আদম আলাইহিস সালামের দৃষ্টি পড়লে তাঁর জান্নাতের আরাম আয়েশের কথা স্মরণ হয়। এতে তিনি মানসিকভাবে অস্থির হয়ে পড়েন, তাঁর চক্ষু থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে শুরু করে। তখন জান্নাত থেকে আনীত সাদা পাথরটি তাঁকে বলল, হে আদম! আপনি তো সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর আদেশের অবাধ্যতা করে নিজের জন্য অনিষ্ট বরণ করে নিয়েছেন। এতে হযরত আদম আলাইহিস সালাম অত্যন্ত কষ্ট পান। তিনি আল্লাহর দরবারে নিবেদন করলেন, ইয়া আল্লাহ! আমার গোনাহের কারণে সব বস্তুই আমাকে মন্দ বলেছে। এমনকি জান্নাতী পাথরও যা ইচ্ছা তাই বলল। এতে আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালামের প্রতি দয়াদ্র এবং পাথরের উপর অসন্তুষ্ট হন। তিনি আদম আলাইহিস সালামের কালো রং পাথরকে এবং পাথরের শুভ্রতা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে দান করেন। ফলে সাদা পাথরটি কালো বর্ণ ধারণ করে এবং তার নাম হয় হাজারে আসওয়াদ। আর হযরত হযরত আদম আলাইহিস সালামের দেহ আলোকিত হয়ে যায়।

-(নুহাতুল মাজালেস ওয়া মোস্তাখাবুন নাফায়েস: আইয়ামু লবীয অধ্যায়)

দ্বিতীয় ঘটনা

বনী ইসরাঈলে দুই ব্যক্তি ছিল। একজন সর্বদা এবাদত করত আর অন্যজন সর্বদা গোনাহে লিপ্ত থাকত। এতে এবাদতকারী সব সময় গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে অপমান অপদস্থ করত। একদিন আবেদ পাপাচারীর উপর খাপ্পা হয়ে বলল, আল্লাহর কসম, তুমি জাহান্নামে যাবে। একথা আল্লাহ তাআলার খুবই অপছন্দ হয়। তিনি আবেদকে জাহান্নামী আর পাপাচারীকে জান্নাতী করে দেন। -(আবু দাউদ-অধ্যায়: আলবিররে ওয়াসসেলাহ)

তৃতীয় ঘটনা

হযরত শেখ সাদী (রঃ) একদিন ওস্তাদের নিকট নিবেদন করলেন, সমবয়সী অমুক আমার প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে। ওস্তাদ বললেন, সাদী! তোমার নিকট ঈর্ষা পোষণ হারাম এবং গীবত হালাল! তুমি আমার নিকট তার গীবত করছ এবং তোমার প্রতি ঈর্ষা পোষণের অভিযোগ করছ।

■ সরাসরি এবং অনুকরণজনিত গীবত:

প্রথমতঃ কারো নাম করে তার মন্দ বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করা, তার গীবত করা; দ্বিতীয়তঃ কারো মন্দ বৈশিষ্ট্যের অনুকরণ করা। যেমন- কেউ খোঁড়া হলে হাঁটতে তার অনুকরণ করা, অন্ধের পিছনে চোখ বন্ধ করে চলা, কেউ বোবা বা তোতলা হলে তার অনুকরণ করা, কেউ অহংকারবশতঃ সিনা টান করে চললে তার অনুকরণে সিনা টান করে চলা, কেউ কথা বলতে ঘাড় বা হাত হেলাতে অভ্যস্ত হলে নিজেও তার মত করা, এ সবই অনুকরণজনিত গীবত।

অনুকরণজনিত গীবত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

مَا أَحَبُّ إِلَيَّ حَكَيْتُ أَحَدًا وَإِنَّ لِي كَذًا وَكَذًا - a

'আমি কারো অনুকরণ পছন্দ করি না, যদিও আমার অনেক কিছু লাভ হয়।

-(তিরমিযী হতে মেশকাত)

এ সম্পর্কে নিম্নে একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) জনৈক মেয়েলোকের অনুকরণ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন

مَا يَسْتُرِي إِلَيَّ حَكَيْتُ وَلِي كَذًا وَكَذًا -

অনেক কিছু লাভ হলেও কারো অনুকরণ আমার নিকট ভাল মনে হয় না।

-(এহইয়াউল উলুম-গীবত অধ্যায়)

■ ইঙ্গিতে গীবত:

প্রকাশ্যে অথবা নাম না নিয়ে কারো গীবত করা হল না বটে, কিন্তু এমন কিছু ইঙ্গিত রয়েছে, যাতে সবাই বুঝে নেয়, অমুকের দোষ বর্ণনা করা হচ্ছে এবং যে শব্দ বলা হচ্ছে তা দ্বারা অমুক ব্যক্তিই উদ্দেশ্য। যেমন- এরূপ বলা, আজ কিছু লোক আমার নিকট এসেছে, যারা এমন এমন। আর মানুষ বুঝে ফেলে, আজ তার নিকট অমুক অমুক এসেছে। এতে যারা বা যে তাঁর নিকট এসেছে, সে বা তাদের গীবত করা হল। অথবা বলা হল, কিছু লোক এমন রয়েছে যারা মূলতঃ জাহেল মূর্খ আর পণ্ডিত নামে প্রসিদ্ধ। উপস্থিত লোকজন বুঝে যায়, এ ব্যক্তি অমুককে মন্দ বলছে। অথবা বলা- কিছু লোক আছে যারা মসজিদে এতেকাফ করে পরে ভঙ্গ করে ফেলে। আর শ্রোতারা এ লোকদের নাম জানে। অথবা বলা- এক লোক এমন যে, জামা পাগড়ি খুব ভালই পরে, কিন্তু গোপনে গোপনে যেনা করে। আর মানুষ জানে কে জামা পরে আর

পাগড়ি বাঁধে। অথবা বলা- কিছু কিছু মানুষ স্ত্রীর তাবেদারী আর মা-বাপের অবাধ্যতা করে, মানুষ জানে একথা বলে অমুককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অথবা কালো রংয়ের কেউ পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে বলা- কিছু লোক এমন কালো যেন দেয়াল, আর এ দ্বারা উদ্দেশ্য চলে যাওয়া ব্যক্তি। অথবা কোন রোগীর খোঁজ-খবর নিয়ে গিয়ে এসে বলা- কিছু লোকের শরীর থেকে কেমন উৎকট দুর্গন্ধ আসে, আর মানুষ বুঝে যায়, এর দ্বারা উক্ত রোগীকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অথবা বলা- কিছু লোকের ঘাম হতে কেমন দুর্গন্ধ আসে, আর উপস্থিত লোকজন বুঝে ফেলে, অমুকের দোষ বলা হচ্ছে। অথবা মাহফিল শেষে লোকজন উঠে গেলে বলা- এমন কিছু মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, যেখানে উপস্থিত সব লোকই ফাসেক পাপাচারী হয়। অথবা কারো আলোচনা আসলে বলা- কিছু লোক খুবই দুষ্কৃতকারী, কৃপণ। সারকথা, উল্লিখিত সব না জানার ভান করে বলা হলেও মানুষ ইঙ্গিতে বুঝে যায়, অমুকের দোষ আলোচিত হচ্ছে, তাই উল্লিখিত সর্বপ্রকার আলোচনাই গীবত।

■ উপহাসমূলক গীবত:

প্রকাশ্যতঃ নির্দিষ্ট কারো আলোচনা করা হচ্ছে না, কিন্তু মানুষ বুঝে যায়- অমুকের কথা বলা হচ্ছে; এও গীবত। যেমন- কারো আলোচনা আসলে বলা- আল্লাহর শোকর যিনি আমাদের গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। উদ্দেশ্য, মানুষ জানুক অমুক ব্যক্তি গোনাহগার। অথবা বলা- আমি যেনাকার নই। উদ্দেশ্য, মানুষ আলোচিত ব্যক্তিকে যেনাকার বলে বুঝে নিক। অথবা বলা- অহংকার খুবই খারাপ; উদ্দেশ্য, মানুষ বুঝুক আলোচিত ব্যক্তি অহংকারী। অথবা বলা- দাড়ি কাটা নিষিদ্ধ, যাতে মানুষ বুঝে নেয়, অমুক লোক দাড়ি কাটে। অথবা বলা ফজরের নামায জামাআত ছাড়া আদায় করা গোনাহ, উদ্দেশ্য একথা বুঝানো, আলোচিত ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে পড়ে না। কারো সম্পর্কে এভাবে আলোচনা করাও গীবত।

প্রথম ঘটনা

কয়েক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা খেলাল করে নিজেদের দাঁত থেকে গোশত বের করে ফেল। তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজ আমরা খাবারই খাইনি। জবাবে তিনি বললেন, আমি তোমাদের দাঁতে গোশতের লালিমা দেখতে পাচ্ছি। তোমরা কারো গীবত করেছ। আর বাস্তবেও তাঁরা এক লোক সম্পর্কে অভিযোগপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন।

-(তাফসীরে দোররে মনসূর)

দ্বিতীয় ঘটনা

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্নিধান থেকে চলে যাবার পর আরেক বাকি তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ করলে তিনি অভিযোগকারীকে বললেন, তুমি খেলাল কর। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আজ গোশত খাইনি। তিনি বললেন, তুমি সবেমাত্র মুসলমানের গোশত খেয়েছ।

-(তিবরানী হতে আত-তারগীব ওয়াততারহীব)

■ কানের গীবত:

কারো গীবত শুনে চুপ থাকা এবং তা প্রতিরোধ না করা কানের গীবত। কেননা, গীবত শুনে চুপ থাকা এবং প্রতিরোধের চেষ্টা না করা যেন নিজেই গীবত করা।

হযরত শেখ সাদী (রঃ) বলেন-

ترا آنکه چشم و دین داد و گوش - اگر عاقلی در خلافتش مکوش

-যে সত্তা তোমাকে চোখ, মুখ ও কান দান করেছেন, যদি তুমি বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন হও তবে এগুলো তাঁর মর্জির বিপরীতে ব্যবহার করো না।

হাদীস: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

إِذَا وَقَعَ فِي الرَّجُلِ وَأَنْتَ فِي مَلَأٍ فَكُنْ لِلرَّجُلِ نَاصِرًا وَلِلْقَوْمِ زَاجِرًا ثُمَّ قُمْ عَنْهُمْ

যখন কারো গীবত করা হয় আর তুমি সে মজলিসে বসা থাক, তখন তুমি গীবতকৃত ব্যক্তির সাহায্যকারী হও। তা এভাবে- তুমি তার প্রশংসা শুরু করে দাও, যাতে মানুষ তার গীবত হতে বিরত হয় এবং গীবতকারীকে এ কাজ হতে নিষেধ কর। নতুবা নিজে এ মজলিস থেকে চলে যাও। কেননা, চুপচাপ বসে থাকলে তুমিও গীবতকারী গণ্য হবে।

-(ইবনে আবিদ্দুনইয়া (রঃ)-এর সূত্রে তাফসীরে দোররে মনসূর)

কানের গীবত সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

মায়মূন বিন সিয়াহ নিজের অবস্থার বর্ণনায় বলেন, একদিন আমি ঘুমাচ্ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম, আমার সামনে এক মৃত হাবশীকে এনে কেউ বলছে, হে মায়মূন! তুমি এ হাবশী মৃতকে খাও। আমি কেন মৃত হাবশীকে খাব? সে বলল, তুমি অমুকের গীবত করেছ। আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি তার গীবত করিনি। এমনকি তার কোন বৈশিষ্ট্যই আমি উল্লেখ করিনি। সে বলল, যদিও তুমি গীবত করনি, তবে শুনেছ। আর গীবত শুনা এবং গীবত করা একই রকম।

-(তাফসীরে মাআলেমুত তানযীল)

■ অন্তরের গীবত:

কোন নেককার পুণ্যবান মুসলমান সম্পর্কে বিনা কারণে বিনা প্রমাণে খারাপ ধারণা পোষণ অন্তরের গীবত।

■ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত:

হাত, নাক অথবা অন্য কোন অঙ্গ দ্বারা মানুষকে অন্যের দোষ বুঝিয়ে

দেয়া, যেমন-কেউ মজলিস থেকে উঠে গেলে হাতে তার প্রতি ইশারা করা, নাকে ইঙ্গিত করা, ঠোঁট বাঁকা করা, উদ্দেশ্য মজলিসত্যাগী লোকটি যে ভাল নয় তা মানুষকে বুঝানো, অথবা কারো প্রশংসার মাঝখানে ঘাড় হেলানো, ইত্যাদি সবই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত।

এ সম্পর্কে নিম্নে দুই একটি ঘটনা, কোরআনের আয়াত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস এবং একটি সুস্মৃত্ত্ব আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

জনৈক রমণী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধানে আগমন করে। আগন্তুক ছিল খর্বাকৃতির। সে চলে গেলে হযরত আয়েশা (রাঃ) তুচ্ছার্থ তার দিকে হাতে ইশারা করেন। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, হে আয়েশা! তুমি তার গীবত করলে।

-(বায়হাকীর সূত্রে তাফসীরে দোররে মনসূর)

দ্বিতীয় ঘটনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' মেরাজে গমন করে সেখানে বিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেন। তিনি দেখলেন, আগুনের কাঁচি দ্বারা কিছু লোকের মুখ কাটা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা?

তিনি বললেন, এরা সেসব লোক, যারা পার্থিব জগতে যেনায় লিগু হবার জন্য সাজসজ্জা করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর একদল লোকের কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। তাদের কাছ থেকে দুর্গন্ধময় বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, জিবরাঈল! এরা কারা! তিনি বললেন, এরা সেসব মেয়েলোক, দুনিয়ার জীবনে যারা যেনার উদ্দেশে সাজসজ্জা করত। অতঃপর আমি এক দল লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করতে দেখলাম, কিছু পুরুষ এবং মেয়েলোক ঝুলে রয়েছে।

তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الشَّارُونَ- َ

এরা সেসব লোক যারা দুনিয়ায় হাত এবং নাক দ্বারা ইঙ্গিত করে মানুষকে কষ্ট দিত।
(আততারগীব ওয়াততারহীব)

■ কলম দ্বারা গীবত:

কারো দোষত্রুটি, নিন্দাবাদ চিঠিপত্রে লেখা, পত্রিকায় প্রকাশ করা, মুদ্রিত করা, অথবা স্বরচিত গ্রন্থে হেয় তুচ্ছ করার উদ্দেশে সমসাময়িকদের নিন্দাবাদ করা, দোষ বর্ণনা ইত্যাদি সবই কলমের গীবত।

■ ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র:

যেসব ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে বা তার মৃত্যুর পর তার মন্দ দিকগুলো বর্ণনা করার এমন কোনো প্রয়োজন দেখা দেয় যা শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক এবং গীবত ছাড়া ঐ প্রয়োজন পূরণ হতে পারে না, তাছাড়া ঐ প্রয়োজন পূরণের জন্য গীবত না করা হলে তার চেয়েও অধিক মন্দ কাজ অপরিহার্য হয়ে পড়ে, এমন ক্ষেত্রসমূহ গীবত হারাম হওয়া সম্পর্কিত নির্দেশের অন্তরভুক্ত নয়। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যতিক্রমকে মূলনীতি হিসেবে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

"কোন মুসলমানের মান-মর্যাদার ওপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ করা জঘন্যতম জুলুম।"

এ বাণীতে "অন্যায়ভাবে" কথাটি বলে শর্তযুক্ত করাতে বুঝা যায়, ন্যায়ভাবে এরূপ করা জায়েয। নবী সা.-এর নিজের কর্মপদ্ধতির মধ্যে এমন কয়েকটি নজীর দেখতে পাই যা থেকে জানা যায়, ন্যায়ভাবে বলতে কি বুঝানো হয়েছে এবং কি রকম পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে গীবত করা জায়েয হতে পারে।

একবার এক বেদুঈন এসে নবী সা.-এর পিছনে নামাযে शामिल হলো এবং নামায শেষ হওয়া মাত্রই একথা বলে প্রস্থান করলো যে, হে আল্লাহ! আমার ওপর রহম করো এবং মুহাম্মদের ওপর রহম করো। আমাদের দু'জন ছাড়া আর কাউকে এ রহমতের মধ্যে শরীক করো না। তখন নবী করীম সা. সাহাবীদের বললেন:

"তোমরা কি বলো, এ লোকটাই বেশী বেকুফ, না তার উট? তোমরা কি শুননি সে কি বলছিলো?" (আবু দাউদ)

নবী সা.কে তার অনুপস্থিতিতেই একথা বলেছেন। কারণ সালাম ফেরানো মাত্রই সে চলে গিয়েছিল। নবীর উপস্থিতিতেই সে একটি ভুল কথা বলে ফেলেছিল। তাই এ ব্যাপারে তাঁর নিশ্চুপ থাকা কাউকে এ ভ্রান্তিতে ফেলতে পারতো যে, সময় বিশেষে এরূপ কথা বলা হয়তো জায়েয। তাই নবী সা. কর্তৃক একথার প্রতিবাদ করা জরুরী হয়ে পড়েছিলো।

ফাতেমা বিনতে কায়েস রা. নামক এক মহিলাকে দু' ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব দেন। একজন হযরত মুয়াবিয়া রা. অপরজন আবুল জাহম রা.। ফাতেমা বিনতে কায়েস নবী সা.কে কাছে এসে পরামর্শ চাইলে তিনি বললেন: মুয়াবিয়া গরীব আর আবুল জাহম স্ত্রীদের বেদম প্রহার করে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম) এখানে একজন নারীর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রশ্ন জড়িত ছিল। সে

নবী সা.কে কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চেয়েছিল। এমতাবস্থায় উভয় ব্যক্তির যে দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি তাঁর জানা ছিল তা তাকে জানিয়ে দেয়া তিনি জরুরী মনে করেন।

একদিন নবী সা. হযরত আয়েশার রা. ঘরে ছিলেন। এক ব্যক্তি এসে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেন: এ ব্যক্তি তার গোত্রের মধ্যে অত্যন্ত খারাপ লোক। এরপর তিনি বাইরে গেলেন এবং তার সাথে অত্যন্ত সৌজন্যের সাথে কথাবার্তা বললেন। নবী সা. ঘরে ফিরে এলে হযরত আয়েশা রা. বললেন: আপনি তো তার সাথে ভালোভাবে কথাবার্তা বললেন। অথচ যাওয়ার সময় আপনি তার সম্পর্কে ঐ কথা বলেছিলেন। জবাবে নবী সা. বললেন:

“যে ব্যক্তির কটু বাক্যের ভয়ে লোকজন তার সাথে উঠাবসা পরিত্যাগ করে, কিয়ামতের দিন সে হবে আল্লাহ তা'আলার কাছে জঘন্যতম ব্যক্তি।” (বুখারী ও মুসলিম)

এ ঘটনা সম্পর্কে যদি চিন্তা করেন তাহলে বুঝতে পারবেন ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করা সত্ত্বেও নবী সা. তার সাথে সুন্দরভাবে কথাবার্তা বলেছেন এ জন্য যে, নবী সা.-এর উত্তম স্বভাব এটিই দাবী করে। কিন্তু সাথে সাথে তিনি আশংকা করলেন: লোকটির সাথে তাঁকে দয়া ও সৌজন্য প্রকাশ করতে দেখে তার পরিবারের লোকজন তাকে তাঁর বন্ধু বলে মনে করে বসতে পারে। তাহলে পরে কোনো সময় সে এর সুযোগ নিয়ে কোনো অবৈধ সুবিধা অর্জন করতে পারে। তাই তিনি হযরত আয়েশাকে সতর্ক করে দিলেন যে, সে তার গোত্রের জঘন্যতম মানুষ।

এক সময় আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা এসে নবী সা.কে বললো, "আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমার ও আমার সন্তানের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট হতে পারে এমন অর্থকড়ি সে দেয় না।" (বুখারী ও মুসলিম) স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর এ ধরনের অভিযোগ যদিও গীবতের পর্যায়ে পড়ে কিন্তু নবী সা. তা বৈধ করে দিয়েছেন। কারণ জুলুমের প্রতিকার করতে পারে এমন ব্যক্তির কাছে জুলুমের অভিযোগ নিয়ে যাওয়ার অধিকার মজলুমের আছে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহের এসব দৃষ্টান্তের আলোকে ফকীহ ও হাদীস বিশারদগণ এ বিধি প্রণয়ন করেছেন যে, গীবত কেবল তখনই বৈধ, যখন সংগত (অর্থাৎ শরীয়তের দৃষ্টিতে সংগত) কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং ঐ প্রয়োজন গীবত ছাড়া পূরণ হতে পারে না। সুতরাং এ বিধির ওপর ভিত্তি করে আলেমগণ নিম্নরূপ গীবতকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন:

একঃ যে ব্যক্তি জুলুমের প্রতিকারের জন্য কিছু করতে পারে বলে আশা করা যায়, এমন ব্যক্তির কাছে জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের ফরিয়াদ।

দুইঃ সংশোধনের উদ্দেশ্যে এমন ব্যক্তিদের কাছে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অপকর্মের কথা বলা, যারা তার প্রতিকার করতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

তিনঃ ফতোয়া চাওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো মুফতির কাছে প্রকৃত ঘটনা বর্ণনার সময় যদি কোনো ব্যক্তির ভ্রান্ত কাজ-কর্মের উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়।

চারঃ মানুষকে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অপকর্মের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য সাবধান করে দেয়া। যেমন: হাদীস বর্ণনাকারী, সাক্ষী এবং গ্রন্থ প্রণেতাদের দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্ণনা করা সর্বসম্মত মতে শুধু জায়েযই নয়, বরং ওয়াজিব। কেননা, এ ছাড়া শরীয়তকে ভুল রেওয়াজাতের প্রচারণা ও বিস্তার থেকে আদালতসমূহকে বেইনসাক্ষী থেকে এবং জনসাধারণ ও শিক্ষার্থীদেরকে গোমরাহী থেকে, রক্ষা করা সম্ভব নয়। অথবা উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো ব্যক্তি কারো সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী কিংবা কারো বাড়ীর পাশে বাড়ী খরিদ করতে চায়, অথবা কারো সাথে অংশীদারী কারবার করতে চায়, অথবা কারো কাছে আমানত রাখতে চায়, এমন ব্যক্তি আপনার কাছে পরামর্শ চাইলে তাকে সে ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি ও ভাল-মন্দ সম্পর্কে অবহিত করা আপনার জন্য ওয়াজিব, যাতে না জানার কারণে সে প্রতারিত না হয়।

পাঁচঃ যেসব লোক পাপকাজের বিস্তার ঘটচ্ছে অথবা বিদআত ও গোমরাহীর প্রচার-চালাচ্ছে অথবা আল্লাহর বান্দাদেরকে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড ও জুলুম-নির্যাতনের মধ্যে নিষ্ক্ষেপ করছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সোচ্চার হওয়া এবং তাদের দুষ্কর্ম ও অপকীর্তির সমালোচনা করা।

ছয়ঃ যেসব লোক কোনো মন্দ নাম বা উপাধিতে এতই বিখ্যাত হয়েছে যে, ঐ নাম ও উপাধি ছাড়া অন্য কোনো নাম বা উপাধি দ্বারা তাদের আর চেনা যায় না, তাদের মর্যাদাহানির উদ্দেশ্যে নয়, বরং পরিচয় দানের জন্য ঐ নাম ও উপাধি ব্যবহার করা।"

◇ নিন্দা ও গীবতের প্রতিবাদ করতে হবে:

এ ব্যতিক্রম ক্ষেত্রগুলো ছাড়া অসাক্ষাতে কারো নিন্দা করা একেবারেই হারাম। এ নিন্দা সত্য ও বাস্তব ভিত্তিক হলে তা গীবত, মিথ্যা হলে অপবাদ এবং দু'জনের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হলে চোখলখুরী। ইসলামী শরীয়ত এ তিনটি জিনিসকেই হারাম করে দিয়েছে। ইসলামী সমাজে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে যদি তার সামনে অন্য কোনো ব্যক্তির ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হতে থাকে, তাহলে সে যেন চুপ করে তা না শোনে বরং তার প্রতিবাদ করে। আর যদি কোনো বৈধ শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া কারো সত্যিকার দোষ-ত্রুটিও বর্ণনা করা হতে থাকে, তাহলে এ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের আল্লাহকে ভয় করতে এবং এ পাপ থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিতে হবে। নবী সা. বলেছেন:

"যদি কোনো ব্যক্তি এমন পরিস্থিতিতে কোনো মুসলমানকে সাহায্য না করে যেখানে তাকে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে এবং তার মান-ইজ্জতের ওপর হামলা করা হচ্ছে, তাহলে আল্লাহ তা'আলাও তাকে সেসব ক্ষেত্রে সাহায্য করবেন না, যেখানে সে তাঁর সাহায্যের প্রত্যাশা করে। আর যদি কোনো ব্যক্তি এমন পরিস্থিতিতে কোনো মুসলমানকে সাহায্য করে যখন তার মান-ইজ্জতের ওপর হামলা করা হচ্ছে এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করা হচ্ছে তাহলে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ ও তাকে এমন পরিস্থিতিতে সাহায্য করবেন যখন সে আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশী হবে।" (আবু দাউদ)

গীবতকারীকে তওবা করতে হবে

গীবতকারী ব্যক্তি যখনই উপলব্ধি করবে যে, সে এ ঘৃণিত পাপটি করছে অথবা করে ফেলেছে তখন তার প্রথম কর্তব্য হলো আল্লাহর কাছে তওবা করা এবং এ হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা। এরপর তার ওপর দ্বিতীয় যে কর্তব্য বর্তায় তা হচ্ছে, যতদূর সম্ভব এ গোনাহের ক্ষতিপূরণ করা। সে যদি কোনো মৃত ব্যক্তির গীবত করে থাকে তাহলে সে ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য অধিক মাত্রায় দোয়া করবে। যদি কোনো জীবিত ব্যক্তির গীবত করে থাকে এবং তা অসত্যও হয় তাহলে যাদের সাক্ষাতে সে এ অপবাদ আরোপ করেছিল তাদের সাক্ষাতেই তা প্রত্যাহার করবে। আর যদি সত্য ও বাস্তব বিষয়ে গীবত করে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে আর কখনো তার নিন্দাবাদ করবে না। তাছাড়া যার নিন্দাবাদ করেছিল তার কাছে মাফ চেয়ে নেবে। একদল আলেমের মতে, যার গীবত করা হয়েছে সে যদি এ বিষয়ে অবহিত হয়ে থাকে, কেবল তখনই ক্ষমা চাওয়া উচিত। অন্যথায় শুধু তাওবা করলেই চলবে। কারণ,

যে ব্যক্তির গীবত করা হয়েছে সে যদি এ বিষয়ে অবহিত না থাকে এবং গীবতকারী তার কাছে গিয়ে বলে, আমি তোমার গীবত করেছিলাম তাহলে তা তার জন্য মনোকষ্টের কারণ হবে।

◇ গীবত কেন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য?

এ আয়াতাতংশে আল্লাহ তা'আলা গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করে এ কাজ চরম ঘৃণিত হওয়ার ধারণা দিয়েছেন। মৃতের গোশত খাওয়া এমনিতেই ঘৃণ্য ব্যাপার। সে গোশতও যখন অন্য কোনো জন্তুর না হয়ে মানুষের হয়, আর সে মানুষটিও নিজের আপন ভাই হয় তাহলে তো কোনো কথাই নেই। তারপর এ উপমাকে প্রশ্নের আকারে পেশ করে আরো অধিক কার্যকর বানিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে নিজেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যে, সে কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে প্রস্তুত আছে? সে যদি তা খেতে রাজি না হয় এবং তার প্রবৃত্তি এতে ঘৃণাবোধ করে, তাহলে সে কিভাবে এ কাজ পছন্দ করতে পারে যে, সে তার কোনো মু'মিন ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার মান মর্যাদার ওপর হামলা চালাবে, যেখানে তার ঐভাইটি তা প্রতিরোধ করতে পারে না, এমনকি সে জানেও না যে, তাকে বেইজ্জতি করা হচ্ছে। এ আয়াতাতংশ থেকে একথাও জানা গেল যে, গীবত হারাম হওয়ার মূল কারণ যার গীবত করা হয়েছে তার মনোকষ্ট নয়, বরং কোনো ব্যক্তির অসাম্প্রদায়িকতার তার নিন্দাবাদ করা আদতেই হারাম, চাই সে এ সম্পর্কে অবহিত হোক বা না হোক, কিংবা এ কাজ দ্বারা সে কষ্ট পেয়ে থাক বা না থাক। সবারই জানা কথা, মৃত ব্যক্তির গোশত খাওয়া এ জন্য হারাম নয় যে তাতে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয়। মৃত্যুর পর কে তার লাশ ছিঁড়ে খাবলে খাচ্ছে তা মৃতের জানার কথা নয়। কিন্তু সেটা আদতেই অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। অনুরূপ, যার গীবত করা হয়েছে, কোনোভাবে যদি তার কাছে খবর না পৌঁছে, তাহলে কোথায় কোনো ব্যক্তি কখন কাদের সামনে তার মান-ইজ্জতের ওপর হামলা করেছিল এবং তার ফলস্বরূপ কার কার দৃষ্টিতে সে নীচ ও হীন সাব্যস্ত হয়েছিল, তা সে সারা জীবনেও জানতে পারবে না। না জানার কারণে এ গীবত দ্বারা সে আদৌ কোনো কষ্ট পাবে না। কিন্তু এতে অবশ্যই তার মর্যাদাহানি হবে। তাই ধরন ও প্রকৃতির দিক থেকে কাজটি মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া থেকে ভিন্ন কিছু নয়।"

তাফসীর মাআলেমুত তানযীলে উল্লিখিত আয়াতের শানে নুযূল এরূপ লেখা হয়েছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল, কখনও সফরে বের হলে একেকজন নিঃস্ব নিঃসম্বল গরীবকে দুই দুই জন ধনাঢ্য ব্যক্তির সঙ্গী করে দিতেন। যাতে নিঃসম্বল ব্যক্তি ধনাঢ্য ব্যক্তিদ্বয়ের সেবা পরিচর্যা করতে পারে এবং ধনাঢ্যরা এ গরীবের প্রয়োজন পূরণ করবে। সুতরাং এক সফরে তিনি হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ)-কে দুই ধনাঢ্য ব্যক্তির সঙ্গী করে

দেন। পথিমধ্যে একদিন মনযিলে অবতরণ করলে ধনী ব্যক্তিদ্বয় কোন কাজে চলে যান এবং সালমান (রাঃ) ঘুমিয়ে পড়েন। তারা দুই জন কাজ শেষে এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে সালমান! খাওয়া দাওয়ার কোন ব্যবস্থা হয়েছে কি? তিনি বললেন, আমার ঘুম এসে গেছে, তাই কিছুই প্রস্তুত করতে পারিনি। তারা বললেন, যাও! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কিছু খাদ্য খাবার চেয়ে আন। হযরত সালমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আমার ভাণ্ডার রক্ষক ওসামার নিকট যাও এবং কিছু থাকলে নিয়ে আস। তিনি হযরত ওসামা (রাঃ)-এর নিকট গেলে তিনি বললেন, আমার নিকট দেবার মত কিছুই নেই। হযরত সালমান (রাঃ) ফিরে গিয়ে তাঁর সফরসঙ্গীদেরকে এ জবাব অবহিত করেন। এ শুনে তাঁরা হযরত ওসামা (রাঃ)-এর গীবত করেন। বললেন, তার কাছে খাদ্য খাবার ছিল, কিন্তু সে কার্পণ্য করেছে। অতঃপর হযরত সালমান (রাঃ)-কে বললেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর নিকট যাও, যদি থাকে কিছু নিয়ে আস তিনি সাহাবায়ে কেরামের নিকট রওয়ানা করে গেলে সঙ্গীদ্বয় তাঁরও কিছু গীবত শুরু করে দেন। এবারও হযরত সালমান (রাঃ) শূন্য হাতে ফিরে আসেন। তখন তাঁর সঙ্গীদ্বয় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্নিধানে গমন করেন। তিনি আগন্তুকদ্বয়কে বললেন, তোমাদের দাঁতে গোশতের রং লেগে রয়েছে। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজ আমরা মোটেই গোশত খাইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা এ মাত্র ওসামা এবং সালমানের গোশত খেয়েছ। কেননা, তোমরা উভয়ের গীবত করেছ। আর কারো গীবত করা তার গোশত খাওয়ার নামান্তর। তখনই হযরত জিবরাঈল , وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضًا الْخ

গীবতকে গোশত ভক্ষণের সাথে তুলনার কারণ কোরআনের আয়াত এবং হাদীসসমূহে গীবতের তুলনা গোশত ভক্ষণের সাথে করা হয়েছে। এর দুই কারণ- প্রথমতঃ কারো গোশত ভক্ষণে যেমন তাকে চরম হেয় অপদস্থ করা হয়, অনুরূপ গীবত দ্বারাও তার সম্মান মর্যাদা চর্ন নিচর্ম করা হয়। সাতসাং যখন কারো গীবত করা হল তখন যেন তার গোশতই ভক্ষণ করা হল। এ কারণে গীবতকে গোশত ভক্ষণের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর এ উপমা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা প্রদান করেছেন। দ্বিতীয়তঃ মানুষের বা কোন মৃত জীবের গোশত ভক্ষণ যেমন মানব প্রকৃতিবিরুদ্ধ, সবাই তা থেকে আত্মরক্ষা করে চলে, তেমনি গীবতও অত্যন্ত ঘৃণিত বিষয়। তাই প্রত্যেকেরই স্ব স্ব রসনা অন্যের গীবত হতে প্রতিরুদ্ধ করে রাখা আবশ্যিক।

◇ গীবতের বৈধ ক্ষেত্রসমূহ

এই ধরনের নজীরসমূহ থেকে ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ নিম্নোক্ত মূলনীতি গ্রহণ করেছেনঃ যে 'ন্যায় ও সত্যের' কারণে কোনো ব্যক্তির জন্য খারাপ কাজ বৈধ হয় তার অর্থ এমন সব প্রকৃত প্রয়োজন যার জন্য এরূপ করা ছাড়া উপায় থাকেনা। পুনরায় এই মূলনীতির ভিত্তিতে তাঁরা সুনির্দিষ্ট করে কয়েকটি ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে গীবত করা যেতে পারে অথবা করা উচিত। আল্লামা ইবনে হাজার র. তাঁর বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থে এসব ক্ষেত্র এভাবে বর্ণনা করেছেন:

"বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেন, গীবত এমন প্রতিটি উদ্দেশ্যের জন্য বৈধ যা শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক ও যথার্থ এবং উক্ত উদ্দেশ্য কেবল এ পথেই অর্জিত হতে পারে। যেমন জুলুম-নির্যাতনের প্রতিকার প্রার্থনা, কোনো খারাবী বা অনিষ্ট দূর করার জন্য সাহায্য প্রার্থনা, কোনো শরয়ী মাসআলার জন্য ফতোয়া চাওয়া, ন্যায় বিচারের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়া, কারো অনিষ্ট থেকে লোকদের সতর্ক করা এবং এর মধ্যে হাদীসের রাবীগণের যাচাই-বাছাই ও সাক্ষীদের দোষত্রুটি বিশ্লেষণও এসে যায়, কোনো কর্মকর্তাকে তার অধীনস্থ কর্মকর্তার খারাপ চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করা, বিবাহ ও দৈন্দনিন লেনদেনের বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হলে সঠিক তথ্য পরিবেশন করা, কোনো ফিকহের ছাত্রকে কোনো ফাসেক ও বিদআতী ব্যক্তির নিকট যাতায়াত করতে দেখে তার খারাপ চরিত্র সম্পর্কে তাকে সতর্ক করা ইত্যাদি। তাছাড়া যেসব লোকের গীবত করা বৈধ তারা হচ্ছে-প্রকাশ্যে দুষ্কর্ম, জুলুম-অত্যাচার ও বিদআতী কাজে লিপ্ত ব্যক্তি। (ফাতহুল বারী, খ. ১০ পৃ. ৩৬২)।

ইমাম নববী র. মুসলিম শরীফের ভাষ্যগ্রন্থে ও রিয়াদুস সালেহীন গ্রন্থে বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: সৎ ও শরীয়ত সম্মত উদ্দেশ্য সাধন যদি গীবত ছাড়া সম্ভব না হয় তাহলে এ ধরনের গীবতে কোনো দোষ নেই। ছয়টি কারণে এরূপ হতে পারে। এর অধিকাংশের উপর আলেমগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার সমর্থনে মশহুর হাদীসসমূহ থেকে দলীল পেশ করা হয়েছে।

■ **প্রথম কারণ:** জুলুমের বিরুদ্ধে আবেদন পেশ করা। নির্যাতিত ব্যক্তি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, বিচারক বা এমন সব লোকের কাছে যালেমের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করতে পারে যালেমদের দমন করার শক্তি বা কর্তৃত্ব এবং মজলুমের প্রতি ন্যায়বিচার করার ক্ষমতা যাদের আছে। এক্ষেত্রে সে বলতে পারে অমুক ব্যক্তি আমার উপর জুলুম করেছে।

রাজদরবারে নিম্নস্থদের জুলুমের অভিযোগ করে বিচার প্রার্থনা কোন বিচারক, মুফতী, সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী বা পদস্থ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি কারো উপর জুলুম করলে মজলুম

নিজের অধিকার আদায়ের জন্য প্রতিকার প্রার্থনা করে অভিযোগ দায়ের করা বৈধ। কেননা, শাসকের নিকট অভিযোগ দায়ের না করলে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। উপরন্তু শাসকের নিকট অভিযোগ দায়ের করলে হয়ত অত্যাচারী কর্মকর্তা কর্মচারীকে পদচ্যুত করা হতে পারে, এতে সবাই তার জুলুম থেকে রক্ষা পাবে। বর্ণিত সব উপকারিতার কারণে এ প্রকারের গীবত বৈধ।

আল্লাহ তাআলা কোরআন করীমে এরশাদ করেন, ।

لَا يُحِبُّ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ الْأَمَنَ ظَلَمَ ۖ

আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না, তবে সে ব্যক্তি যে অত্যাচারিত।

অর্থাৎ, কেউ অত্যাচারিত হলে তা প্রকাশ করায় কোন দোষ নেই। এ সম্পর্কে নিম্নে দুইটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

■ **দ্বিতীয় কারণ:** ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ এবং সৎ কাজের মাধ্যমে গুনাহের কাজের সুযোগ বন্ধ করার জন্য সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু বলা। এ উদ্দেশ্যে কারো কাছে-যার দ্বারা খোদাদ্রোহী কার্যকলাপ হওয়ার আশংকা রয়েছে তার বিরুদ্ধে-এভাবে বলা যে, অমুক ব্যক্তি এই রকম কাজ করছে। আপনি তাকে শাসিয়ে দিন। তার উদ্দেশ্য হবে শুধু অবৈধ কার্যকলাপ উদঘাটন ও তার প্রতিরোধ। এই রকম উদ্দেশ্য না থাকলে অযথা কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হারাম।

দোষত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে গীবত বলতে বোঝায় যদি কেউ কোন দোষ অথবা গোনাহে জড়িত থাকে, তার এ দোষ বা গোনাহের কথা এমন ব্যক্তিকে জানানো, যিনি তাকে নিষেধ করবেন, সংশোধন করবেন ও নসীহত করবেন, এ প্রকারের গীবত বৈধ। কেননা, এ গীবতে গীবতকৃতের উপকার হয়, সে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। যেমন- কারো মাঝে কোন দোষ থাকলে তার পিতাকে বা কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে অবহিত করা, অথবা বিচারক ঘুষ নিলে তার সম্পর্কে উদ্ভর্তন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা, যাতে পিতা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং কর্তৃপক্ষ ঘুষ গ্রহণকারী বিচারককে পদচ্যুত বা সাবধান করবেন, এতে সকলের উপকার হবে।

■ **তৃতীয় কারণ:** কোনো বিষয়ে ফতয়া। মুফতী সাহেবের কাছে গিয়ে বলা যে, আমার উপর আমার বাবা, ভাই, স্বামী বা অমুক ব্যক্তি এইভাবে জুলুম করছে। তার জন্য এসব করা কি উচিত। তার হাত থেকে আমার বাঁচার, অধিকার আদায় করার এবং জুলুম প্রতিরোধ করার কি পন্থা আছে? প্রয়োজন বশত এসব কথা এবং এ ধরনের আরো কথা বলা জায়েয। কিন্তু সঠিক ও সর্বোত্তম পন্থা হলো এভাবে বলা যে, 'কোনো ব্যক্তি অথবা কোনো স্বামী যদি এরূপ আচরণ করে তবে তার ব্যাপারে আপনার মতামত কি?' কারণ এভাবে বললে কাউকে নির্দিষ্ট না করেই

লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। এসব সত্ত্বেও ব্যক্তির নামোল্লেখ করাও জায়েয। এটা যেমন হিন্দু আবু সুফিয়ান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। ফতোয়া জানার উদ্দেশ্যে গীবত বলতে বোঝায় মাসআলা জানার উদ্দেশ্যে কোন আলেম বা মুফতীর নিকট মাসআলার ধরন প্রকৃতি বলতে কারো দোষ বর্ণনা করায় ক্ষতি নেই। যেমন- কোন আলেম বা মুফতীর নিকট বলা- অমুক আমাকে প্রয়োজনীয় খরচপাতি দেয় না। আমার আব্বা মারা গেছেন, অমুক আমার অভিভাবক। সে যাবতীয় ধন-সম্পদ তার নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। আমাকে কিছুই দেয় না। অথবা অমুক ব্যক্তি জমিন বা বাড়ী বিক্রি করেছে, আমি তার প্রতিবেশী। আমি চাওয়া সত্ত্বেও বিক্রীত জমিন বা বাড়ী আমাকে দিচ্ছে না। অতএব, এ অবস্থায় আমি ফতোয়া বা মাসআলা জানতে চাই। এরূপ বলায় গীবত হবে না।

■ **চতুর্থ কারণ:** মুসলমানদেরকে কারো খারাপ কাজের পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করা এবং উপদেশ দেয়া এটা কয়েকভাবে হতে পারে:

ক. হাদীসের বর্ণনা এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ব্যাপারে যেসব ব্যক্তির দোষত্রুটি আছে, যাচাই বাছাই করে তা বলে দেয়া। মুসলমানদের ইজমার ভিত্তিতে এটা শুধু জায়েযই নয়, বরং বিশেষ অবস্থায় ওয়াজিবও। যেমন কোনো লোককে বিয়ের ব্যাপারে, কারো সাথে কোনো বিষয়ে অংশীদার হওয়ার ব্যাপারে, আমানত ও লেনদেনের ব্যাপারে, কিংবা কাউকে প্রতিবেশী বানানোর ব্যাপারে খোজ-খবর নেয়া ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে পরামর্শদাতার কর্তব্য হলো তথ্য গোপন না করা, বরং নসীহতের নিয়তে খারাপ দিকগুলো উল্লেখ করা উচিত। যখন কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে দেখা যায় যে, সে শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত ব্যক্তির ব্যাপারে সন্দেহ ও উৎকণ্ঠায় পতিত হয়েছে অথবা কোনো ফাসেক ব্যক্তিকে তার কাছে জ্ঞানার্জন করতে দেখা যাচ্ছে এবং এই সুযোগ তার ঐ ব্যক্তির ক্ষতি করার আশংকা থাকলে তখন তার কাছে উপদেশের মাধ্যমে ফাসেক ব্যক্তির স্বরূপ প্রকাশ করে দেয়া কর্তব্য। এসব ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝিরও যথেষ্ট আশংকা রয়েছে। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপদেশ প্রদানকারীকে হিংসা-বিদ্বেষের শিকার হতে হয়। কখনও শয়তান তাকে ধোঁকা দিয়ে এই ধারণা সৃষ্টি করে যে, এটা নিছক উপদেশ বৈ কিছু নয়। সুতরাং ব্যাপারটাকে গভীর ও সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করে অগ্রসর হতে হবে।

খ. কোনো লোককে কোনো বিষয়ে জিন্মাদার বা দায়িত্বশীল বানানো হলো। কিন্তু সে তা পালনে অক্ষম অথবা সে ঐ পদের অনুপযুক্ত, অথবা সে ফাসেক বা অলস ইত্যাদি। এক্ষেত্রে যার এসব বিষয়ে কর্তৃত্ব রয়েছে এবং যে ইচ্ছা করলে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে কিংবা অন্য কোনো যোগ্য লোককে দায়িত্ব দিতে পারে অথবা সে তাকে ডেকে নিয়ে তার যাবতীয় দুর্বলতা দেখিয়ে দেবে এবং সে সংশোধন হয়ে উপযুক্তভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে। এতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা

তার সম্পর্কে অমূলক ধারণা বা ধোঁকায় নিমজ্জিত হওয়া থেকে বাঁচতে পারবে। সে তাকে ডেকে নিয়ে একথাও বলতে পারে, হয় সে যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করবে নতুবা তাকে অব্যাহতি দেয়া হবে।

■ **পঞ্চম কারণ:** কোনো ব্যক্তি প্রকাশ্যে ফাসেকী ও বিদ'আতী কাজ করে। যেমন প্রকাশ্যে মদ পান করে, মানুষের উপর জুলুম করে, কারো ধন-সম্পদ জোরপূর্বক হরণ করে, জনসাধারণের কাছে থেকে অন্যায়ভাবে কর বা চাঁদা আদায় করে, অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয় ইত্যাদি। এই ব্যক্তির কার্যকলাপের আলোচনা করা যাবে। এক্ষেত্রে তার কৃত কুকর্ম ছাড়া অন্য কিছু বলা জায়েয নয়। তবে উল্লেখিত কারণ ছাড়াও অন্য কোনো কারণ থাকলে ভিন কথা।

■ **ষষ্ঠ কারণ:** পরিচয় দেয়া: কোনো ব্যক্তিকে তার বিশেষ উপাধি বা তার কোনো দৈহিক ত্রুটির উল্লেখ করে পরিচয় করিয়ে দেয়া জায়েয। যেমন রাতকানা, পঙ্গু, বধির, অন্ধ, টেরা ইত্যাদি এভাবে কারো পরিচয় দেয়া জায়েয। তবে খাট করা বা অসম্মান করার উদ্দেশ্যে এসব শব্দ ব্যবহার করা হারাম। এসব ত্রুটির উল্লেখ ছাড়া অন্য কোনোভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে পারলে সেটাই উত্তম।

উলামায়ে কেরাম এই ছয়টি কারণ বর্ণনা করেছেন। এর অধিকাংশই ইজমার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রসিদ্ধ হাদীসে এসবের দলীল প্রমাণ রয়েছে। (সহীহ মুসলিম, বাব তাহরীমিল গীবাত; রিয়াদ, বাব-মা ইউবাল্হ মিনাল-গীবাত)।

এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের (ইমাম ইবনে হাজার ও ইমাম নববী র.) বর্ণনাসমূহ থেকে দুটি জিনিস সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এক, গীবতের যেসব পন্থা জায়েয অথবা অপরিহার্য বলা হয়েছে-তা জায়েয বা অপরিহার্য হওয়ার কারণ এই নয় যে, তা মূলতই গীবত নয়। বরং তার কারণ হচ্ছে শরীয়তের যথার্থ ও সঠিক উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন, যার জন্য একটি প্রকৃতই হারাম জিনিস প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত বৈধ বা অপরিহার্য করা হয়েছে। ইসলামের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এই হারাম জিনিসের বৈধতাকে ঐ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং তা থেকে কতিপয় সাধারণ মূলনীতি বের করে তার ভিত্তিতে এমন কতগুলো বাস্তব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তা বৈধ ও অপরিহার্য হওয়া ফতোয়া দিয়েছেন, যার দৃষ্টান্ত সুন্নাতে বর্তমান নেই।

এছাড়াও আরো কয়েক প্রকার বৈধ গিবত রয়েছে যেমন:

■ নির্লজ্জের গীবত:

যে প্রকাশ্যে সর্বপ্রকার অন্যায় লিপ্ত থাকে, এমন নির্লজ্জের গীবত বৈধ। যদি কেউ তাকে মন্দ বলে তাতেও সে প্রভাবান্বিত হয় না, লজ্জা তার কাছে ঘেঁষে না, তার থেকে বহু যোজন দূরে পালায়। কবির ভাষায়-

বলা হয়, তার গীবত বৈধ, যদি কেউ প্রকাশ্যে মহা অপরাধ সংঘটিত করে। এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর হস্তাদের গীবত করতেন এবং তাদের সম্পর্কে ভর্ৎসনা তিরস্কারপূর্ণ উক্তি করতেন। এর কারণ, তারা ছিল লজ্জাহীন। নিজেদের অপকর্মকে তারা প্রজ্ঞা কৌশল বলে মনে করত।

■ আফসোস অনুশোচনাচ্ছলে গীবত:

আফসোস অনুশোচনা প্রকাশার্থ গীবত করা বৈধ। যেমন- আফসোস! অমুকে নামায পড়ে না। অথবা যেনায় লিপ্ত এ কারণে তার উপর আমার আফসোস হয়। কেননা, কারো কাজের উপর আফসোস প্রকাশ ভাল কাজ। বরং কোন মুসলমানকে গোনাহে জড়িত দেখলে তার অবস্থার উপর এবং শয়তান তার উপর প্রবল হওয়ার কারণে অন্য মুসলমানের তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা এবং তার জন্য দয়াদ্র চিত্ত হওয়া উচিত।

■ অপরিচিত ব্যক্তির গীবত:

কারো নাম না বলে তার খারাপ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা বৈধ।

■ দ্বীনের শক্তিবর্ধনের উদ্দেশে গীবত:

দ্বীনের শক্তি বর্ধনের উদ্দেশে গীবত করা বৈধ। যেমন- হাদীসবেত্তাগণ একজন আরেকজনের দোষ বর্ণনা করেন। তারা কারো সম্পর্কে লেখেন-অমুক মিথ্যায় অভ্যস্ত, হাদীস বর্ণনায় খুব বেশী মিথ্যা বলে। অথবা অমুক বর্ণনাকারী নিজের তরফ থেকে হাদীস বানিয়ে বলে, অমুক হাদীস জাল করায় অভ্যস্ত, অথবা অমুক বর্ণনাকারীর স্মৃতিশক্তি কম, অমুক বর্ণনাকারীর হাদীস মুখস্থকরণে গড়বড় হয়ে যায়, ইত্যাদি। অনুরূপ সম্মানিত ফকীহগণ লেখেন-অমুক কিতাব অনির্ভরযোগ্য। কেননা, এ গ্রন্থ প্রণেতা নিজে ফকীহ নন। অথবা অমুক কিতাবের সংকলক মোতাম্মিলী; সুতরাং তার অভিমত অগ্রহণযোগ্য। অথবা অমুক ব্যক্তি তাঁর কিতাবে দুর্বল মাসআলাসমূহ সন্নিবেশিত করেছেন। অথবা অমুক ফকীহ তাঁর কিতাবে জাল বর্ণনাসমূহ গ্রহণ করেছেন, নিজের কথার সমর্থনে দুর্বল বর্ণনাসূত্র গ্রহণ করেন, ইত্যাদি। এ ধরনের আলোচনা গীবত নয়।

■ উপদেশদানের উদ্দেশে গীবত:

মানুষকে ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশে জীবিত অথবা " মৃত কারো গীবত করা এবং গীবতের শাস্তির উল্লেখ বৈধ। যেমন বলা-অমুক জাহান্নামের উপযোগী। কেননা, সে কৃপণ। উদ্দেশ্য, সে যেন কৃপণতা থেকে আত্মরক্ষা করে চলে। অথবা বলা, অমুক জীবতকালে অনেক বেশী গোনাহ করত, মৃত্যুর পর সে আযাবে পতিত হবে। অথবা বলা, অমুক কবরে আযাব ভোগ করছে। কেননা, সে অমুক গোনাহ করেছিল। অথবা বলা, মৃত্যুর পর অমুকের চেহারা কালো হয়ে গেছে। কেননা, সে অমুক গোনাহ করত। অথবা বলা, আমি অমুককে আযাবে পতিত দেখতে পেয়েছি। এরূপ বলায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে হয়ে প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য নয়; বরং উপদেশ প্রদান উদ্দেশ্য। সুতরাং এতে গীবত হবে না।

◇ হাশর ময়দানে অন্যের গীবতকারী এবং অধিকার হরণকারীদের অবস্থা

কেয়ামতের দিন মানুষ যখন আল্লাহর দরবারে হাযির হবে, তখন সবাই কঠোর গরমে ঘামসিক্ত হবে আর নিজের গোনাহের কথা খেয়াল করবে। সেদিন খোজখবর নেবার, সমবেদনা প্রকাশের কেউ থাকবে না। বরং মেয়ে মা থেকে, ছেলে বাপ থেকে এবং স্ত্রী স্বামী থেকে পালাবে। সবার থেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার আওয়াজ ধ্বনিত হবে। সব দিক থেকেই শোর চীৎকার হৈহুল্লার আওয়াজ কর্ণকুহরে ভেসে আসবে। সামনে জাহান্নাম ফুঁসতে থাকবে। প্রত্যেক দাবীদারই তার অধিকার দাবী করে আল্লাহর দরবারে নালিশ করবে। কেউ বলবে, এ লোক আমার গীবত করেছে, আমার দুর্নাম করেছে। কেউ বলবে, এ লোক আমার উপর জুলুম করেছে, কেউ বলবে, সে আমাকে আহমক বেওকুফ ভেবেছে, কেউ বলবে, সে আমাকে হত্যা করেছে। যাদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত সব অভিযোগ উঠবে, তাদের সবাইকে ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত করবেন। তারা লজ্জায় অনুশোচনায় মাথা ঝুঁকিয়ে রাখবে। যাদের তারা দোষ প্রকাশ করেছে, বর্ণনা করে ফিরেছে, তারা আজ দোষ প্রকাশকারী ও বর্ণনাকারীদের আঁচল টেনে ধরবে। মহান আল্লাহ ন্যায়বিচারের আসনে আসীন হবেন। তিনি প্রত্যেক দাবীদারকেই সন্তুষ্ট করবেন। অভিযুক্তদের পুণ্যসমূহ অভিযোগ-কারীদেরকে দেবেন, তাদের অপরাধগুলো অভিযুক্তদের আমলনামায় লেখবেন। অতঃপর কখনও আল্লাহর রহমত হলে তবে নাজাত পাবে। নতুবা এক দীর্ঘকাল জাহান্নামে জ্বলে পুড়ে ভস্ম হতে থাকবে।

◇ গীবত যেনার চাইতে ভয়ংকর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন- الرَّئَا أَشَدَّ مِنَ الْغِيْبَةِ. গীবত যেনার চাইতেও ভয়ংকর। মানুষ যেনাকে যেমন অন্যায় মনে করে, গীবতকেও তেমনি মনে করা উচিত।

-(ইবনে আবিদ্দুনইয়ার সূত্রে সীরাতে আহমদিয়া)

যেনার চাইতেও গীবত ভয়ংকর হওয়ার কারণ যেনা দ্বারা শুধু রহমানুর রহীম আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে শয়তানের অনুগমন অনুসরণ করা হয়। পক্ষান্তরে গীবতে দুইটি ক্ষতিকর বিষয় রয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধাচরণ, দ্বিতীয়তঃ যার গীবত করা হচ্ছে তাকে কষ্ট দেয়া। আল্লাহর অধিকার তো 'তওবা' দ্বারা মাফ হয়ে যায়, কিন্তু বান্দার অধিকার মাফ হবে না। অর্থাৎ, কারো কৃত গোনাহের সাথে যদি বান্দার অধিকার সংশ্লিষ্ট থাকে, যেমন- কারো গীবত করা, কাউকে গালি দেয়া, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া ইত্যাদি। এসব অপরাধ সংঘটনের পর তওবা করলে আল্লাহ তাআলা করুণাবশতঃ নিজের অধিকার তো মাফ করে দেন, কিন্তু বান্দা মাফ করে না দেয়া পর্যন্ত বান্দার হক মাফ হবে না।

এ কারণে কিছু কিছু আলেমের অভিমত, হজ্জ দ্বারা যত সগীরা কবীরা গোনাহ সবই মাফ হয়ে যায়, কিন্তু বান্দার হক মাফ হবে না, যতক্ষণ না ক্ষতিগ্রস্ত বান্দা স্বয়ং মাফ না করে দেবে। আর কেয়ামতে অধিকারের দাবীদাররা সবাই তাদের দাবীর জন্য আঁচল টেনে ধরবে। এ আলোচনা থেকে জানা গেল, যেনার চাইতে গীবতের গোনাহ বেশী। কেননা, যেনাকার যাবতীয় শর্ত পালন করে তওবা করলে আল্লাহ তাআলা তওবা কবুল করে তাকে মাফ করে দেন। পক্ষান্তরে গীবতকারী লজ্জিত অনুতপ্ত হয়ে তওবা করলে যদিও আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দেবেন, কিন্তু সে ভারমুক্ত হবে না যতক্ষণ না যার গীবত করা হয়েছে সে মাফ না করে। যার গীবত করা হল সে মাফ না দিলে কেয়ামতের দিন গীবতকারীর পিছু নেবে, তার আঁচল টেনে ধরবে। এ সময় গীবতকারীর কোন সাহায্য সহায়তাকারী থাকবে না। তখন সে বিনয় সহকারে কাকুতি মিনতি করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তখন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করবেন-

الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ َ

প্রত্যেকেই নিজের আমল মোতাবেক বিনিময় প্রাপ্ত হবে, কারো প্রতি জুলুম হবে না।

আল্লাহর এ ঘোষণা শুনে গীবতের অপরাধ থেকে ক্ষমাপ্রার্থী অত্যন্ত নিরাশ এবং লজ্জিত অনুতপ্ত হবে। বলবে, হায়! দুনিয়ায় যদি আমরা গীবত না করতাম, কারো দোষ প্রকাশ না করতাম।

◇ কেয়ামতে গীবতকারীর সাথে যে ব্যবহার করা হবে

হযরত আবু হোরাযরা (রাঃ) বলেন-

যে দুনিয়ায় নিজের ভাইয়ের গোশত খেয়েছে গীবত করেছে, আখেরাতে গীবতকারীর সামনে তার ভাইয়ের গোশত উপস্থাপন করা হবে। তাকে আদেশ করা হবে, যেভাবে দুনিয়ায় তুমি তার গোশত খেয়েছ-গীবত করেছ, এখনও অনুরূপ তার গোশত খাও। গীবতকারী সে গোশত মুখে পুরতেই তার মুখ বিকৃত হবে, আর এতে সে অপমানিত অপদস্থ হবে।

-(আততারগীব ওয়াততারহীব)

হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেন: মানুষ যেমন তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে অপছন্দ করে, অনুরূপ নিজেকে গীবত থেকে বিরত রাখাও ওয়াজিব।

◇ কবরের এক তৃতীয়াংশ আযাব গীবতের কারণে হয়।

এহইয়াউল উলূম গ্রন্থে বলা হয়েছে-তিন কারণে কবর আযাব হয়- এক তৃতীয়াংশ গীবতের কারণে, এক তৃতীয়াংশ চোগলখোরীর কারণে, এক তৃতীয়াংশ পেশাব থেকে আত্মরক্ষা না করার কারণে।

◇ গীবত করা এবং মন্দ ধারণা পোষণ হারাম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

حَرَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِ دَمُهُ وَعِزُّهُ وَأَنْ يَظُنَّ بِهِ ظَنُّ السُّوءِ۔

-কোন অধিকার ব্যতীত কোন মুসলমানের রক্ত, তার জীবন, তার সম্পদ অন্য মুসলমানের জন্য হারাম। অতএব, কোন মুসলমানের সম্মানহানি করবে না, গীবত করবে না, তার প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করবে না। কোন মুসলমানের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণও হারাম।

এ হাদীস থেকে অন্যের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ হারাম প্রমাণিত হয় এবং এ যে একটা অত্যন্ত খারাপ কর্ম তাও জানা যায়। কোরআনের কিছু কিছু দ্ব্যর্থহীন আয়াত এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক হাদীসও অন্যের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ হারাম হওয়ার সাক্ষ্য দেয়। অধুনা এ ব্যাপার অত্যন্ত ব্যাপক হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই পরস্পরের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করে। কেউ মনে করে, অমুক আমার গীবত করে। কেউ ধারণা করে, অমুকে রোযা রাখে না। কারো দ্বারাই এ হয় না যে, কোন বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তার অবস্থাটা জেনে নেই, যার সম্পর্কে আমি অনুমাননির্ভর ধারণা পোষণ করছি। আর একে অন্যের প্রতি এরূপ মন্দ ধারণা পোষণের কারণে ফাসাদ বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ে। পরস্পরে যুদ্ধংদেহী পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। শয়তান যখন কারো অন্তরে অন্যের প্রতি মন্দ ধারণা সৃষ্টি হতে দেখে, তখন সে মন্দ ধারণা পোষণকারীকে সর্বপ্রকারে কুমন্ত্রণা দেয়। তার মনোজগতে সর্বপ্রকারের শংকা সৃষ্টি করে। পরিণতিতে তা দুষ্কৃতিপনায় উপনীত হয়।

◇ গীবত না করার উপকারিতা

গীবত পরিহার সমগ্র দুনিয়া থেকে উত্তম

হযরত ওহায়ব মক্কী (রঃ) বলেন-

আমার নিকট গীবত পরিহার এবং দৃষ্টি নিম্নগামী রাখা সমগ্র দুনিয়া ও দুনিয়ার সব বস্তু হতে উত্তম।

গীবত পরিহার সমগ্র দুনিয়া এবং দুনিয়ার সব বস্তু হতে উত্তম হওয়ার কারণ, দুনিয়া অস্থায়ী ধ্বংসশীল, এর কোন স্থায়িত্ব নেই। আর আখেরাতে' দুনিয়ার কোন বস্তু মিলবে না; বরং দুনিয়ার বস্তু সামগ্রীর কারণে মানুষ আখেরাতে শুধু দুঃখ অনুতাপ অনুশোচনাই লাভ করবে। পক্ষান্তরে গীবত পরিহারের সওয়াব আখেরাতে পাওয়া যাবে। আর আখেরাতে যে সওয়াব লাভ করবে সেই আনন্দিত উৎফুল্ল হবে। তাই হযরত ওহায়ব (রঃ) গীবত পরিহার সমগ্র দুনিয়া হতে উত্তম বলেছেন।

■ গীবত না করা সচ্চরিত্র

সাহাবী হযরত সোলায়মান বিন জাবের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে কিছু হিতোপদেশ দান করুন। তিনি এরশাদ করেন- যদি কোন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত কর তবে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাত কর। পশ্চাতে তার গীবত করো না- দোষ বর্ণনা করো না।

- (এহইয়াউল উলূম)

কারো সাক্ষাতে তাকে খুশী রাখা এবং অনুপস্থিতিতে তার গীবত না করাই সচ্চরিত্র। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন - اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ - নিঃসন্দেহে আপনি উত্তম চরিত্রের উপর রয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উল্লিখিত রূপ প্রশংসা করার কারণ, তিনি সবার সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাত করতেন, যদিও সে কাকের হোক এবং পশ্চাতে তার গীবত করতেন না। বরং কারো দ্বারা মানুষের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তার দোষ বর্ণনা করতেন। কিন্তু এমন লোকও সাক্ষাতে আসলে তিনি অত্যন্ত সম্ভাবে তার সাথে সাক্ষাত করতেন।

■ গীবত যেনার চাইতেও নিকৃষ্টতর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন- 'গীবত ইসলাম অবস্থায় ত্রিশ বার যেনার চাইতেও নিকৃষ্টতর।' -(আইনুল এলেম)

◇ গীবতের ক্ষতিসমূহ:

- ১। দোয়া কবুল না হওয়া
- ২। আমলনামা থেকে নাকি কমে যাওয়া
- ৩। আমলনামায় পাপের আধিক্য হওয়া
- ৪। পুণ্য কর্ম সমূহ কবুল না হওয়া
- ৫। কিয়ামতে অধিকারের দাবিদারদের ফরিয়াদ
- ৬। কেয়ামতের দুঃখ লজ্জায় পতিত হওয়া
- ৭। কেয়ামতে গীবতকৃতের গোস্ত ভক্ষণ
- ৮। কিয়ামতের দিন নিজের গোস্ত ভক্ষণ
- ৯। কিয়ামতের দিন নিজের শরীর নখ দারা আঁচড়ানো
- ১০। জাহান্নামে খুঁজলি রোগাক্রান্ত হওয়া
- ১১। জান্নাতে সকলের পরে এবং জাহান্নামের সর্বাত্মে গমন
- ১২। গীবতকারীর অত্যাধিক কবরে আজাব হবে

- ১৩। গীবতকারী মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হয়ে যায়
- ১৪। গীবত দ্বারা মুসলিমের প্রতি জুলুম করা হয়
- ১৫। গীবতকারীর নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা চলে যায়
- ১৬। গীবতে আল্লাহর দুশমন ইবলিশ অত্যন্ত খুশি হয়
- ১৭। গীবতে আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করা হয়
- ১৮। গীবতে রাসূল স: এর বিরুদ্ধাচারণ করা হয়
- ১৯। গীবতের কারণে রোজা মাকরুহ হয়
- ২০। গীবত শোনার পর ঈর্ষা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়
- ২১। গীবত দ্বারা অন্যের গোপন বিষয়ে প্রকাশ হয়।

◇ গীবতের কাফফারা:

মানুষের কর্তব্য হচ্ছে যথাসম্ভব নিজের রসনা সংযত রাখা, যাতে রসনা দ্বারা অন্যের গীবত প্রকাশিত হয়ে নিজের দুনিয়া আখেরাত সব কিছুর বিনষ্টি অবশ্যম্ভাবী হয়ে না পড়ে। কিন্তু কারো উপর শয়তান প্রবল হয়ে গেলে তার দ্বারা যদি কোন গোনাহ সংঘটিত হয় এবং তা নিছক আল্লাহর হক যেমন নামায রোযা ইত্যাদি পরিত্যাগজনিত গোনাহ হয়, তা হলে এর প্রতিকার হল, আল্লাহর দরবারে তওবা করা। কিন্তু তওবার জন্য অন্তরে লজ্জা অনুশোচনা, মুখে এস্তেগফার ক্ষমা প্রার্থনা এবং ভবিষ্যতে এ গোনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে। বান্দা এসব শর্তের প্রতি লক্ষ্য করে তওবা করলে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দয়া করবেন।

আর সংঘটিত গোনাহ যদি বান্দার হক সংশ্লিষ্ট হয়, তবে শুধু তওবা দ্বারা মাফ হবে না। কেননা, হকের অধিকারী কেয়ামতের দিন তার হকের জন্য পাকড়াও করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সংঘটিত গোনাহের সাথে যে বান্দার হক সংশ্লিষ্ট রয়েছে, তার থেকে মাফ চেয়ে নেয়া জরুরী। সুতরাং গীবত যেহেতু বান্দার হক সংশ্লিষ্ট, তাই শুধু তওবা দ্বারা তা মাফ হওয়া সম্ভব নয়; বরং যার গীবত করা হয়েছে তাকে সন্তুষ্ট করাও জরুরী।

সুতরাং জানা থাকা দরকার, গীবতের সাথে দুইটি হক সংশ্লিষ্ট রয়েছে। কেননা, আল্লাহ তাআলা গীবত করতে নিষেধ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা মানুষের গোশত ভক্ষণ করো না। অতএব গীবতকারী এক সাথে আল্লাহ তাআলা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের বিরোধিতা ও শয়তানের তাবেদারী করে। এর কাফফারা হল, গীবতের শাস্তির কথা স্মরণ করে চোখের পানি বহাবে এবং মুখে এস্তেগফার করবে।

বান্দার গীবতজনিত অধিকারের কাফফারা কি হবে, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এক দলের মতে তওবা দ্বারাই গীবতের গোনাহ মাফ হয়ে যায়। যার গীবত করা হয়েছে তার থেকে মাফ লওয়ার দরকার নেই। দ্বিতীয় দলের মতে, গীবতের গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য তওবার সাথে সাথে যার গীবত করা হয়েছে তার প্রশংসা করা, আল্লাহর দরবারে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং কল্যাণ বরকতের দোআ করা জরুরী। এসব করলে তবেই গীবতকারী গোনাহ থেকে মুক্ত হবে। বিভিন্ন হাদীস এবং 'সাহাবায়ে কেরামের বাণী থেকেও এ মর্মার্থই বুঝা যায়। তৃতীয় দলের মতে, গীবতের গোনাহ মিটে যাওয়ার জন্য তওবার সাথে সাথে যার গীবত করা হয়েছে, তার থেকে মাফ লওয়াও জরুরী। গীবতের সংবাদ তার কাছে পৌঁছুক বা নাই পৌঁছুক। চতুর্থ দলের মতে, যার গীবত করা হয়েছে সে এ সংবাদ অবহিত হলে তবেই মাফ লওয়া জরুরী। অন্যথায় তার জন্য শুধু এস্তেগফার করাই গোনাহ মার্ফের জন্য যথেষ্ট।